শকগণ ঃ তক্ষশীলা ও মথুরা

ভারতীয় রাজনীতিতে যে সমস্ত বৈদেশিক শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তাদের মধ্যে ব্যাকট্রিয় গ্রীক ও কুষাণরা ছাড়াও শক ও পার্থিয়দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মৌর্যোত্তর যুগে শক-শাসনের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম ভারতের মধ্য দিয়ে শকরা এদেশে প্রবেশ করেছিল। শকদের একটি শাখা যে হেলিওক্লেসের সময় ব্যাকট্রিয়া থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করে ঐ অঞ্চলটি দখল করে নিয়েছিল তা আগেই বলা হয়েছে। শক বলতে সাধারণভাবে পশ্চিমী শকক্ষত্রপ (মালব ও গুজরাটে শাসনরত)-দের মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু স্মরণ রাখা

দরকার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে শকদের আরো দুটি শাখা শাসন করত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তক্ষশিলার শক সম্রাটগণ। এছাড়াও মথুরায় শক ক্ষত্রপদের শাসনের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই দুটির তুলনায় পশ্চিমী শক ক্ষত্রপদের শাসনকাল কিছুটা পরের এবং এই শাখার কর্মকাণ্ডও ভারত-ইতিহাসের রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। তাই এঁদের সম্পর্কে আলোচনা পরের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে করা হয়েছে।

তক্ষশিলা ও মথুরায় শাসনরত শকদের ইতিহাস জানার জন্য অপরিহার্য ঐতিহাসিক উপাদান হল কয়েকটি শিলালেখ ও কিছু মুদ্রা। শিলালেখগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজা মোগ (ময়েস)-র তক্ষশিলা তাম্রশাসন, বর্ষ ৭৮ এবং মথুরা সিংহ শীর্ষ স্তম্ভলেখ। পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও অবশ্য শকদের উল্লেখ আছে। তবে শকদের আদি পর্বের ইতিহাস ও তাদের অভিপ্রয়াণ সম্পর্কে এই উপাদানগুলি নীরব। এজন্য নির্ভর করতে হয় গ্রীক ও চৈনিক উপাদানের ওপর। উল্লেখ্য, শকরা আদিতে ছিল মধ্য এশিয়ার একটি যাযাবর জাতি এবং তখন তাদের নাম ছিল স্কুথয় বা স্কাইথিয় বা সিথিয়। গ্রীক পণ্ডিত হোরোডোটাসের লেখা থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই স্কুথয়রাই ভারতীয় ও পারসিকদের কাছে শক হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। দুটি চীনাগ্রন্থ যথা, প্যান-কু'র লেখা 'সিয়েন-হান-শু' (প্রথম হান বংশের ইতিহাস) এবং ফ্যান-ই'র লেখা 'হোউ-হান-শু' (পরবর্তী হান বংশের ইতিহাস) এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা মা-তোয়ান-লিনের চীনা বিশ্বকোষ তাদের অভিপ্রয়াণ সম্পর্কে জানতে সাহায্যে করে থাকে।

মধ্য এশিয়া থেকে শকরা সরাসরি ভারতে আসেনি, নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে তারা শেষপর্যন্ত ভারতে অনুপ্রবেশ করে ও কিছুকাল শাসন করে। শকদের অভিপ্রয়াণের বিভিন্ন পর্যায় এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল ভারতে প্রবেশের পূর্ববর্তী স্তরে তাদের অবস্থানের সংক্ষিপ্ত রূপ আলোচিত হল। ডি. সি. সরকার দেখিয়েছেন যে, উত্তর-পশ্চিম ভারত যে-শকদের অধিকারে এসেছিল তারা এর পূর্বে নিঃসন্দেহে বেশ কিছুকাল বাস করেছিল পূর্ব ইরানে। ভারতে আদি পর্যায়ের শকদের নামের তালিকায় সিথিয়, পার্থিয় ও ইরানীয় উপাদানের সংমিশ্রণ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। উল্লেখ্য, এক সময় তাদের বাসস্থান ছিল বর্তমান আফগানিস্তান ও ইরানের মধ্যবর্তী সিস্তান বা প্রাচীন শকস্তানে। সেখান থেকে তারা ভারতে আসে। তবে সমস্ত শকরা একই পথ ধরে ভারতে এসেছিল, এমন নাও হতে পারে। যাই হোক না কেন, পূর্ব ইরানে শকদের অবস্থান সুখকর হয়নি। সেখানে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তারা তৎকালীন পূর্ব ইরানে শাসনরত পার্থিয় সম্রাটদের বাধার সম্মুখীন হয়েছিল—উভয়ের মধ্যে সংঘাতও তীব্রতর হয়েছিল। পার্থিয়

শাসকগণ যথা, দ্বিতীয় ফ্রাওটেস (খ্রিস্টপূর্ব ১৩৮-১২৮ অব্দ) ও প্রথম আরটাবানাস (খ্রিস্টপূর্ব ১২৮-১২৩ অব্দ) সিথিয়ান (শক)-দের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিলেন। তবে পরবর্তী পার্থিয় শাসক দ্বিতীয় মিথরাডাটেস (খ্রিস্টপূর্ব ১২৩-৮৮ অব্দ) শকদের চূড়ান্তভাবে পুর্যদস্ত করে তাদের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। খুব সম্ভবত এর কিছুকাল পর শকরা সিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশ করে শাসন করতে থাকে। ভারতে শক শাসন শুরুর নির্দিষ্ট তারিখ বলা শক্ত। পরবর্তী আলোচনা থেকে এ-বিষয়ে অবশ্য কিছুটা আন্দাজ করা সম্ভব হবে। তবে ভারতে নতুন পরিবেশের সঙ্গে তারা নিজেদের মানিয়ে নেয় এবং ধীরে ধীরে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে।

এবার আসা যাক শক শাসকদের প্রসঙ্গে। পূর্বে উল্লেখিত পূর্ব ইরানে পার্থিয়ার শাসকদের মধ্যে দ্বিতীয় মিথরাডাটেস 'মহান রাজাধিরাজ' (Great king of kings) অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য, ভনোনেস নামে একজন শাসকের বেশ কিছু মুদ্রা থেকে ঐ একই ধরনের রাজকীয় অভিধা পাওয়া গেছে। ভনোনেস পার্থিয় অথবা শক অথবা শক-পার্থিয় ছিলেন।[৭] সাধারণভাবে মনে করা হয়, পূর্ব ইরানের স্থানীয় পার্থিয় শাসক ছিলেন ভনোনেস এবং তিনি দ্বিতীয় মিথরাডাটেসের অধীনে ড্রাঙ্গিয়ানার ভাইসরয় (শাসনকর্তা) হিসাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। পরে ভনোনেস দক্ষিণ আফগানিস্তান ও তাঁর অধিকৃত এলাকার পূর্বাংশ অধীনস্থ ভাইসরয়দের দ্বারা শাসন করতেন। এই অধীনস্থ শাসনকর্তাদের কেউ কেউ তাঁর নিকট বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন বলে মনে করা হয়। মুদ্রাগত তথ্য থেকে তা অনুমিত হয়। ভনোনেসের মুদ্রার একপিঠে গ্রীক ভাষায় তাঁর নাম ও অপর পিঠে খরোষ্ঠী লিপিতে তাঁর ভাইসরয়ের নাম পাওয়া যায়। এইভাবে স্প্যালিরিসেস (Spalirises) নামে একজন শাসনকর্তার নাম জানা যায়, যিনি সম্ভবত ছিলেন ভানোনেসের ভাই অথবা বৈমাত্রেয় ভাই। ভনোনেসের ভাইসরয় হিসাবে তিনি বোধহয় দক্ষিণ আফগানিস্তান শাসন করতেন। এঁদের উভয়ের সামগ্রিক শাসনকাল প্রায় পনের বছর। আবার স্প্যালিরিসেস-এর সঙ্গে শাসনকার্যে যুক্ত হয়েছিলেন প্রথম এ্যাজেস বা অজ (Azes I বা Aya)। এক ধরনের মুদ্রার একপিঠে স্প্যালিরিসেস এবং অপর দিকে এ্যাজেস-এর নাম থেকে এই বিষয়ে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। এঁদের উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল সম্ভবত পিতা-পুত্রের। উল্লেখ্য, এই এ্যাজেস বা অজই পরে তক্ষশিলার শাসক হন।

দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন যে, ড্রাঙ্গিয়ানাতে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুবাদে ভনোনেস খ্রিস্টপূর্ব ৫৮ অব্দে একটি সম্বত বা অব্দের প্রবর্তন করেছিলেন এবং শকদের আগমনের সঙ্গে ঐ অব্দটিও ভারতে প্রচলিত হয়। কয়েক শতাব্দী পরে তা বিক্রম সম্বত নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ভনোনেস কর্তৃক কোনো অব্দ প্রচলনের

বিষয়টি অন্য কোনো উপাদান থেকে সমর্থিত হয় না। এইচ. ডব্লিউ. বেইলি, জি. ফুসম্যান, আর. সলোমোন, বি. এন. মুখার্জী প্রমুখ দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, প্রথম অয় (অজ)-র সময় থেকে একটি অব্দের প্রচলন হয়েছিল এবং এর তারিখ সম্ভবত খ্রিঃ পূঃ ৫৮ অব্দ। মহারাজ অয়-র একটি শিলালেখতে উদ্ধৃত কয়েকটি শব্দ থেকে অধ্যাপক বি. এন. মুখার্জী ঐ তত্ত্বকে খাড়া করেছেন এবং সাম্প্রতিক কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[৮]

ভারতবর্ষে প্রকৃত অর্থে প্রথম শক শাসক ছিলেন মোগ বা ময়েস। তিনি তক্ষশিলা শাসন করতেন। তাঁর প্রবর্তিত বেশিরভাগ মুদ্রা এবং খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা তক্ষশিলা তাম্রশাসন, বর্ষ ৭৮ থেকে তাঁর সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়। এই তাম্রশাসনটিতে লিয়াক কুসুলক নামে তাঁর অধীনস্থ একজন ক্ষত্রপ-এর নাম জানা যায়। মুদ্রাগত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বোঝা যায় যে ময়েসের পরবর্তী তক্ষশিলায় শক শাসক ছিলেন প্রথম এ্যাজেস। আগেই বলা হয়েছে যে দক্ষিণ আফগানিস্তানে স্প্যালিরিসেসের সঙ্গে ও তাঁর পরে তিনি শাসন করেছিলেন। এরকম মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, প্রথম এ্যাজেস হয়তো ময়েসের কোনো কন্যার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

প্রথম এ্যাজেসের পর আরো দুজন শক শাসক ত' ক্ষশিলায় শাসন করেছিলেন। এঁদের একজন হলেন এ্যাজিলিসেস এবং অপরজন হলেন দ্বিতীয় অজ। এঁদের নামাঙ্কিত মুদ্রা থেকেই এ-সম্পর্কে জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে কিছু মুদ্রায় এ্যাজেস বা অজর নাম গ্রীক অক্ষরে এবং এ্যাজিলিসেসের নাম খরোষ্ঠীতে পাওয়া গেছে এবং উভয়েই 'রাজাধিরাজ' রূপে অভিহিত হয়েছেন। এই ধরনের মুদ্রা থেকে সঙ্গত কারণেই অনুমান করা হয় যে প্রথম অজ-র পুত্র ছিলেন এ্যাজিলিসেস এবং কিছুকালের জন্য তাঁরা পিতা-পুত্রে একই সঙ্গে শাসন করেছিলেন। আবার, আর এক ধরনের কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলিতে এ্যাজিলিসেসের নাম গ্রীক অক্ষরে এবং এ্যাজেস বা অজ-র নাম খরোষ্ঠী অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বেশিরভাগ পণ্ডিত মনে করেন যে এ্যাজেস নামে এ্যাজিলিসের একজন পুত্র ছিলেন এবং তিনি দ্বিতীয় এ্যাজেস বা অজ নামেই ইতিহাসে সবিশেষ পরিচিত। এঁরাও দুজনে সাত বছর যুগ্মভাবে শাসন করেছিলেন। দ্বিতীয় এ্যাজেসের প্রায় দু' হাজার মুদ্রা প্রাপ্তি থেকে মনে হয় যে তিনি দীর্ঘকাল শাসন করেছিলেন। বেশিরভাগ পণ্ডিত মনে করেন যে তিনি এককভাবে প্রায় ৩৭ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

প্রথম শক শাসক ময়েসের শাসনকাল তথা ভারতে শক শাসনের সূত্রপাতের সময়কাল নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক আছে। এ ব্যাপারে প্রধানত জোর দেওয়া হয় ময়েসের তক্ষশিলা তাম্রশাসনে উল্লেখিত বর্ষ ৭৮-এর ওপর। ডি. সি. সরকার

প্রমুখ পণ্ডিতরা ৫৮ খ্রিস্টপূর্ব-এর বিক্রম সম্বত অনুসারে গণনা করে ঐ লেখটির তারিখ নির্দিষ্ট করেছেন (৭৮-৫৮) খ্রিস্টপূর্ব ২০ অব্দ। অর্থাৎ ঐ তারিখে ময়েসের শাসন শুরু হয়েছিল এবং খ্রিস্টীয় ২২ অব্দ পর্যন্ত তা টিকে ছিল বলে এঁরা মনে করেন। তক্ষশিলা তাম্রশাসনের ভিত্তিতে ময়েসের তারিখ নির্ধারণ করে ডি. সি. সরকার ও তাঁর অনুগামীরা তক্ষশিলার শেষ শক শাসক দ্বিতীয় অজ-র শাসনের সমাপ্তি রেখা টেনেছেন ৭৯ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এই মত মেনে নিলে তা অন্যান্য জ্ঞাত ঐতিহাসিক ঘটনার বিরুদ্ধে চলে যায়। একথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, পার্থিয় আক্রমণের আঘাতে শক শাসনের অবসান ঘটেছিল। এছাড়া পরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে পার্থিয় শাসক গন্ডোফার্নেসের তারিখ ৪৫ খ্রিঃ। সুতরাং দ্বিতীয় এ্যাজেসের শাসনকালকে যদি ৭৯ খ্রিঃ-এ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তা গন্ডোফার্নেসের শাসনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে ডব্লিউ. ডব্লিউ. টার্ন ১৫৫ খ্রিস্টপূর্ব-এ একটি অব্দ প্রচলনের কথা বলেছেন, যা তক্ষশিলা, মানসেরা প্রভৃতি কয়েকটি লেখ-র তারিখ গণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই প্রস্তাব মেনে নিলে তক্ষশিলার তাম্রশাসনের তারিখ দাঁড়ায় ৭৭ খ্রিস্টপূর্ব। হয়তো এর কিছুকাল আগে তিনি শাসন শুরু করেছিলেন। কে. পি. নারায়ণ দেখিয়েছেন যে ময়েস শাসন করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৭৫ অব্দ পর্যন্ত এবং পরবর্তী শাসক প্রথম অজ-র শাসন শেষ হয়েছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০ অব্দে। এই ধারা মেনে নিলে ইতিপূর্বে উল্লেখিত ৫৮ খ্রিস্টপূর্ব-এ প্রথম অজ কর্তৃক অব্দ প্রচলনের বিষয়টিও সমর্থিত হয়। এছাড়া, হিপ্পোস্ট্রাটাস (আনুমানিক ৮৫-৭০ খ্রিস্টপূর্ব)-এর কাছ থেকে প্রথম অজ (খ্রিস্টপূর্ব ৭৫-৫০ অব্দ)-র গন্ধারের পশ্চিমাংশ দখল সংক্রান্ত মুদ্রাগত প্রমাণও তাঁর রাজত্বের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই পড়ে।

তক্ষশিলা ছাড়াও মথুরায় শক ক্ষত্রপদের শাসন প্রচলিত ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ ব্যাপারে প্রধান উপাদান হল মথুরায় সিংহের মূর্তিযুক্ত একটি শিলালেখ। এই লেখ থেকে রাজুবুল বা রাজুল নামে মথুরার একজন মহাক্ষত্রপ-র নাম জানা যায়। উল্লেখ্য, রাজুল প্রথমে ক্ষত্রপ এবং পরে মহাক্ষত্রপ অভিধা ধারণ করেছিলেন। মথুরার ঐ শিলালেখ ছাড়াও রাজুল-র নামে বেশ কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে। এমনকি তক্ষশিলা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলেও তাঁর কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজুল-র মুদ্রাগুলি ইন্দো-গ্রীক শাসকগণ, যথা, প্রথম স্ট্রাটো ও দ্বিতীয় স্ট্রাটোর অনুরূপ। এর থেকে সুধাকর চট্টোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট কিছু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে এসেছেন যে রাজুল প্রথমে পূর্ব পাঞ্জাবে ক্ষত্রপ হিসাবে শাসন করেছিলেন এবং পরে মথুরা অঞ্চলে মহাক্ষত্রপ হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং মনে করা অযৌক্তিক হবে না যে মথুরার বাইরেও পূর্ব পাঞ্জাবে তাঁর অধিকার প্রসারিত হয়েছিল। রাজুল-এর পরবর্তী

মথুরার জ্ঞাত মহাক্ষত্রপ ছিলেন শোড়াস। তবে মথুরার বাইরে শোড়াস-এর অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয় না। কেননা তাঁর মুদ্রা ও শিলালেখ পাওয়া গেছে কেবল মথুরা অঞ্চলে। শোড়াস-এর পর থেকে মথুরার ক্ষত্রপদের ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে।